দময়ন্তীবিলাপ কাব্য।

—০০—

নারায়ণপুর নিবাসি

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

যদি গুণগ্রাহী যে নিদাঘ রূপ ধরি,
আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে,
সেও ভাল অধমে, মা, অধমের গতি!—
দিও, এ যাচঞা,——————!

তিলোত্তমাসম্ভব—৪র্থ সর্গঃ।

কলিকাতা

এন, এল, শীলের—যন্ত্রে মুদ্রিত।

নং ৯৬ আহীরীটোলা।

১২৭৪ ১০ মাঘ।

মূল্য চারি আনা মাত্র।
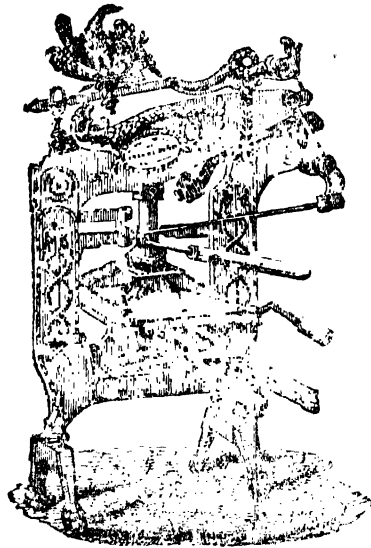
এম, এল, শীলের প্রেস।

শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত।

উপহার।

বন্দনীয় শ্রীযুত বাবু কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাশয় বন্দনীয়বরেষু।

আর্য্য! আমার শৈশবকালাবধি এপর্য্যন্ত আমাকে আপনি যে রূপ অকৃত্রিম স্নেহপ্রদর্শন ও সর্ব্বদা হিত চেষ্টা করেন তাহা অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু আমার এমন কি আছে যে তাহা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আপনাকে প্রদান করিয়া চরিতার্থ হইব? তথাপি এই যৎসামান্য আমার প্রথম রচনাকুসুম মানসচন্দনাভিষিক্ত করিয়া আপনার পদে অঞ্জলি প্রদান করিতেছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার দৃষ্টিপাত করিলে চরিতার্থ হই।

আমি যদিও এক্ষণে ঊনবিংশতি বৎসরে পদার্পণ করিতেছি, কিন্তু আপনার কাছে সেই শিশুই রহিয়াছি। আপনিও অদ্যাপি সেইরূপ ভাবে যেমন আমাকে স্নেহ করিয়া থাকেন, এই অনাথিনী দময়ন্তীকেও সেইরূপ করিলে কৃতার্থ হইব।

টিটেলিয়া ডাকঘর।
১০ই আশ্বিন ১২৭১ সাল।

আপনার একান্ত বশম্বদ দাস।
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দময়ন্তী বিলাপ কাব্য।
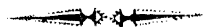
প্রথম সর্গ।

পশি যবে ঘোর বনে নরপতি নল,
স্বীয় সতী পতিব্রতা দময়ন্তী ধনী
লয়ে সঙ্গে ; পাইলা অনেক দুঃখ, ভ্রমি
নানা স্থল ; একদা তখন, দময়ন্তী
হইলে নিদ্রিতা, হয়ে মন্দ মতি অতি
নরপতি ত্যজিয়া তাঁহায় ; হায় ! চুপে
চুপে চলিয়া গেলেন কোথাকারে। নিদ্রা
ভাঙ্গি সতী পতি না দেখিয়া নিজ পাশে ;
করিলা কি রূপ সেই গহন কাননে ;
বিবরিয়া সেই সব কহ গো দাসেরে।
হে বীণাপাণি শ্বেতবরণি শ্বেতভুজে !
করি কোটি কোটি তব ও পদে প্রণতি।

উর দেবি কর দয়া, আমি মন্দ মতি,
না জানি মহিমা তব ; কিম্বা কেবা জানে
এ জগৎ মাঝে ! শ্বেতপদ্মালয়া তুমি,
বিরাজ ত্রিলোকে, কেশবচ্ছদিবাসিনী,
জগৎ মনোমোহনকারিণী। মহিমা
অনন্ত তব। নারদ, বালমীকি, ব্যাস,
কালিদাস আদি, মরি কত কবিগণ
সতত একান্ত মনে করিয়া ধেয়ান,
তবু না পাইল অন্ত তব মহিমার !
দেব গুরু বৃহস্পতি—দেবর্ষি প্রধান,
কুশাগ্র সমান যাঁর বুদ্ধি। তবু হায় !
জানিতে নারিলা তব মহিমার অন্ত।
কোথা বৃহস্পতি ? কোথা নারদ বাল্মীকি ?
কোথা কালিদাস ?—ভারতীর বরপুত্র,
কোথা দেবী শ্বেতভুজা ?—অনন্ত মহিমা
যাঁর বিরাজে জগতে ; কোথা মন্দমতি
আমি ক্ষুদ্র নর ? হায় ! করি কি প্রত্যাশা ?
বামন হইয়া যথা জ্ঞানহীন জনে
ইচ্ছে, ধরিতে শশাঙ্কধর ; সেই রূপ
আমি করিতেছি একি বাঞ্ছা ?—সাধ্যাতীত
যাহা, হয়ে কিনা একটি চেতন—ক্ষুদ্র !
লঙ্ঘিতে কি পারে কভু অপার সাগর,
কোন পঙ্গু ? তবে কেন বৃথা, আমি
আর করিতেছি আশা, লঙ্ঘিতে অপার
কবিতাসমুদ্র ! কিন্তু যদি কেহ করি
দয়া করিতে সাহায্য, হন চেষ্টাবান্ ;

আর যদি মা বরদে হেরেন কটাক্ষে
এই ভাগ্যহীন প্রতি, তবে অনায়াসে
আমি হতে পারি পার। নতুবা রহিব
কূলে উন্মত্তের প্রায়, কত জনে হায়!
করি ঘৃণা সতত করিবে উপহাস।
কেহ বা রোষভরে যে কহিবে কত শত;
কেহ দিবে গায় ধূলা, বলিয়া পাগল।
উহুঃ! স্মরিলে সে সব, কাঁপে প্রাণ ভয়ে।
ভাবী ভয় ভাবিলে না হয় ইচ্ছা আর,
পুরাইতে মনোরথ ; কিন্তু হায়! মন
নাহি মানে, তথাপিও ধায় সেই দিকে।
মধুর সাহস, ভারতীর স্নেহবল,
মনেতে উভয় এই করিয়া ভরসা,
হইনু পথিক আমি এ দুর্গম পথে,
কিন্তু নাহি জানি ভাগ্যে হইবে কেমন।
মাতঃ! কিঞ্চিৎ কর গো দয়া, এই দাসে।
উর মানসমন্দিরে মম, কর দূর
কুজ্ঞান সকল ; এ মিনতি করি পদে।
কহ কহ তবে, কি করিলা দময়ন্তী
সতী, হয়ে পতিহীনা সে বিজন বনে।—
করিলা বিলাপ যত, কেমনে সে সব!—
শুনিতে যে সব আহা হৃদয় বিদরে!
"হায়! আমি আছি এ কোথায়? এই বন—
ভীষণ গহন! ডাকিতেছে হিংস্র জীব-
কুল করি ঘোর নাদ, চরিতেছে পশু
কত আহারান্বেষিয়া ; সুরবে নাদিছে

কত বিহঙ্গমচয় ; মর্ম্মরিছে পাতা ;
স্বন্ স্বন্ রবে সদা খেলিছে মারুত,
বহিয়া সুগন্ধ আহা ! নানা ফুল হতে।
কিন্তু হায় ! আমার নয়নে কিছুই না
হেরি আজি—মাত্র ঘোর অন্ধকারময় !
হইয়া বিগুণ আজি শ্রবণ আমার
ত্যজিয়াছে নিজ কর্ম্ম, নাহি আর স্বর—
মধুর পূরিত, প্রবেশে কুহরে তার।
নাসিকা আর না লয় ঘ্রাণ ; হস্ত, পদ
হয়েছে অবশ ; ঘূরিছে মস্তক যথা
কুম্ভকার চক্র ঘুরে, ঘুরাইলে তায়।
শূন্যোপরে আছি, কিম্বা আছি ভূমিপরে,
কিছুই না হয় জ্ঞান। কোথা আমি ? হায় !
কাহার বিহনে, আজি মম হইল যে
হেন ; পার কি বলিতে ? হে বনরাজন্ !
হায় ! আমি কেন এথা আছি একাকিনী ?
এই কাছে ছিলা নাথ, গেলেন কোথায় ?
কোথা নাথ ! কোথাকারে করেছ গমন,
কেন আর নাহি দেও দেখা ; অসহায়া
করি এ অবলা, বল প্রিয়, কোথাকারে
করেছ গমন। এই যে ভীষণ বনে
রেখে একাকিনী ; ত্যজি যত পূর্ব্ব দয়া,
মায়া ; ছাড়িলে কি একেবারে ? মরি,
কাটিয়া প্রণয়ডোর ! হায় ! আমি যাব কোথা ?
কোথা নাথ দেও দেখা, রাখ দুখিনীর
প্রাণ ; সহেনা যাতনা আর ; প্রাণনাথ !

তোমার বিহনে। এই ছিনু এথাকারে
ছাঁদিত তব বাহু যুগলে, করি আশা
তব ভাগ্যোদয়, এবে গেলে কোথাকারে ?
হায় হায় ! দেখসিয়ে আসি, কি ভাবেতে
আছি আমি তোমার বিহনে ! কাটিলে যে
তরুবর, প্রণয়িণী তার—চারুলতা
লোটায় ভূতলে যথা, হয়ে ধূলায়
লুণ্ঠিত ; তোমায় না হেরি, হয়েছি আমি
সেই রূপ, এখন এ পোড়া অঙ্গ, মম,
ধূলায় ধূসর। নয়নে না হেরি কিছু,—
হেরি তমোময় চারিদিক ! নাহি জানি,
কোন দোষে দোষী এ দাসী, হে প্রাণনাথ !
তব পদতলে, তাই কি হে হয়ে এত
নিদয় হৃদয় ত্যজিয়াছ আমা ? বল,
করিয়াছি কোন অপরাধ। আমি জানি
ভাল ; তুমি স্বপ্ন দৃষ্টাবধি, মম প্রেম-
পাশে সদা বদ্ধ, যেমন মনের সহ
জীবাত্মা আপনি। সতত চিন্তহ হিত
মোর ; ধৈর্য্য না ধরিতে পার, ক্ষণকাল।
না হেরিলে বদন আমার ;—করিতে হে
ইচ্ছা থাকিতে ছাঁদিত মম এ বাহু
যুগলে ;—করিবর বহু যত্নে ছাঁদয়ে
যেমন নিজ পদ সুখে, দিয়া মৃণালে।
কিন্তু আজি কোন দোষে হেন বিড়ম্বন,
কে করিল হৃদি তব এতেক নির্দ্দয়।
ত্যজি দয়া মায়া, হায় ! কোথা লুকায়েছ

চুপে চুপে, করি এ অবলা অনাথিনী?—
দিবা অন্তে দিবাকর যথা বিড়ম্বয়
প্রিয়া তার, হায় হইয়া নিদয়! ওহে
প্রিয় জীবিতেশ! বল, বল, কোন জন
আজি, হেন শিক্ষা দিলে হে তোমায়, তাই
যে নিদয় হয়ে আমায় ত্যজিলা! কিম্বা
বুঝিবারে মম মন, লুকায়ে অন্তরে,
কৌতুক দেখিতেছ? কিন্তু প্রিয়! কাহারে
কর এ ছলনা! সতত আছয়ে বাঁধা
দাসী তব পদে। প্রণয়প্রত্যাশী যেই
সতত তোমার; সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী,
রোষ তোষ অভিলাষিণী, যেমন চারু-
হাসিনী শশিপ্রিয়া; হে নাথ! কি কারণে
বিড়ম্বিলা তবে এ দাসীরে—প্রণত যে
আছে সদা তব ও চরণে; দেখা দেও,
রাখ প্রাণ, সহেনা যাতনা আর; হায়!
প্রাণনাথ! সহেনা যাতনা আর মম।
করোনা কৌতুক,—কৌতুকের কাল এই
নয়; দেখ, এ ভীষণ বনে একাকিনী
থাকিতে, কত যে হে হয় শঙ্কা; কি আর
বলিব। বিশেষতঃ ওহে প্রিয়! অবলা
যবে না বুঝে কৌতুক; কি ফল তখন
তায় আর। বল, একা একা, কখন কি
হয় হে আমোদ?—এক হাতে তালি নাকি
বাজয়ে কখন? অবোধ নহত নাথ
তুমি,—গুণের সাগর—ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক,—

পরম পণ্ডিত—ভূপগণ শ্রেষ্ঠতম,—
সদা সদ্বিবেচক ;—পুণ্যশ্লোক নামে লোকে
ডাকয় যে হেতু তোমা। আজি কি কারণে,
হয়ে কঠিন হৃদয়,—জ্ঞানহীন প্রায়
করিছ এমন ? জাননা কি বামাকুল
সতত সভয়া—অবলা নামেতে যারা
এ জগতে খ্যাতা ? কেন ভয় দেখাতেছ
আর মোরে, ইহাতে কি হবে ফলোদয় ?
প্রিয়তমা বলি যারে যবে একবার
ডাকিয়াছ, তখন কেন হে পাসরি সে
নাম গুণ, হয়েছ নিদয় এত ?—করে
মিছা রঙ্গ, বল হে পাবে কি সুখ ?—ইচ্ছা
কি তব, কাঁদাইতে এ জনে অবিবাদে ?
দেখ, হারাইলা রাজ্য, হয়ে দুঃখিনীর
প্রায়, ত্যজি পিতৃ মাতৃ আর, কন্যা পুত্র
মমতা, কেবল চাহিয়া তোমার চাঁদ
মুখ, হয়ে সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, আমি,
আইলাম তব সাথে এ ভীষণ বনে।—
করিতে তোমার সেবা, পালিতে আপন
ধর্ম্ম—গুরু তুমি। কিন্তু কি না হয় দয়া—
তব মন মাঝে, দেখিয়া আমার এই
দুরবস্থা—পাগলিনী প্রায় ? দেখ, যদি
কেহ পুষে পাখী, হইলে মরণ তার
কত করে খেদ ; কিন্তু হায় ! আমি তব
প্রণয়িনী, দেখি এ দুর্দ্দশা মোর, মনে
কি হে নাহি হয় দয়ার সঞ্চার—তব ?

তব পদতলে করি হে মিনতি শত—
সকাতরে, আর না দিও যাতনা মোরে।
ডাকিতেছে যত হিংস্র জীবকুল করি
ঘোরনাদ, হায়! মরিতেছি ভয়ে আমি,
রক্ষা কর নাথ! রাখ প্রাণ দেখা দিয়ে,
সহেনা যাতনা আর। রক্ষা কর নাথ!
দেও দেখা, সহেনা যাতনা এত আর।

কৈ নাথ আমার? তিনি গেলা কোথাকারে!
এখানেত নাই তিনি; তা হলে এমন
হতো কি কখন? শুনিয়া আমার এত
বিলাপ অবশ্য দিতেন দেখা। হায় রে!
কোথাকারে গিয়াছেন তিনি, বুঝিলাম
এবে;—আমায় করিয়া অনাথিনী। মরি,
হায়! হায়! কেমনে ধরিব প্রাণ, বিনা
সেই প্রিয়জন; কে মোরে করিবে রক্ষা,
এই ঘোর বনে। হায় কি হইল! হায়,
কি হইল! কে ছিঁড়িল আশালতা তরু-
বর কোল হতে, কে করিল হেন কর্ম্ম।
হে নাথ! কোথায় তুমি; দেও দরশন,
কেন বিড়ম্বিয়া মোরে হইলে অদৃশ্য?—
না জানি বুঝিয়া কিবা। উহু, উহু, মরি,
মরি প্রাণ মম যায়! হায় হায়! কোথা
করেছ গমন তুমি, কেমনেতে পাব
দেখা, কহ তা দাসীরে; যুড়াক তাপিত
প্রাণ। সহিয়াছি কত ক্লেশ, আরবারো
না হয় সব, অতিক্রমী পথ, যাইতে

তোমার পাশে। হে নাথ! কি কারণ ত্যজ
দয়া, হায় কোন অপরাধে? কোন পথে
করেছ গমন, বল তা স্বরূপে মোরে,
ধরি সেই পথ যাইব যথায় তুমি।
যদি তব পদচিহ্ন পেতেম দেখিতে
পথ মাঝে, তবে না পুছিত আর এই
দাসী—কোথায় গিয়াছ তুমি। তাহা হলে
পদাঙ্ক ধরিয়া, যেতাম চলিয়া, দ্রুত,
যেখানে বসিছ তুমি। কিন্তু নাহি পাই
চিহ্ন তার;—অতএব বল এ দাসীরে, কোন
পথ দিয়া, কোথাকারে করেছ গমন!
তোমার বিহনে, দেখ ভাসিতেছে বক্ষ;
মম নয়নের জলে; ধূসর ধূলাতে
অঙ্গ; হস্ত পদ এবে সবে কর্ম্ম হীন;
চারি দিক্ দেখি অন্ধকার; ঘুরিতেছে
মস্তক শূন্যেতে; নাহি জ্ঞান হয়, আছি
ধরাপরে অথবা আকাশে। কোথা আমি?
কোথা তুমি?—হে নাথ কোথায় তুমি? আসি
একবার দেখ মম দশা!—কি প্রকার
ভাবে, এবে তব প্রণয়িনী দময়ন্তী
ধরাসনে আছয়ে শয়িতা। দেখ নাথ!
দেখ একবার, আসিয়া তাহার দশা।
আগে যারে নিয়ত করিতে কত যত্ন,
রাখিতে হৃদয়ে বাঁধিয়া কমলভুজে;
নয়নে নয়নে; নাহি দিতে কোন রূপে
সহিবারে ক্লেশ; নরেশ্বরী করে, হায়!

২

রেখেছিলে কত যত্নে যাবে ; কিন্তু সেই জন—
অভাগিনী দময়ন্তী তব, এবে করে
হাহাকার কি প্রকারে ; কি রূপ অবস্থা ;
আর আছয়ে কেমন ; দেখসিয়ে আসি
একবার। হে নাথ ! আছয়ে কেমন সে,
করি দয়া বারেক নিরখি দেখ আসি।
কোথায় গেছেন পতি, কে পারে বলিতে,
কেহ কি বলিয়া দিবে করি মোরে দয়া ?
কিন্তু যবে প্রিয়তম করি মোরে ঘৃণা
গিয়াছেন চলি, হায় ! ত্যজি মায়া দয়া
সর্ব্ব—পূর্ব্বকার ; তখন অন্যের কথা
কি আর বলিব ? যে জন বাসিত ভাল
এত, রাখিত হৃদয়ে সদা, ক্ষণকাল
না হেরিলে মোরে, যিনি হতেন বিষণ্ণ,
যথা—হীন সরোনীরে দুঃখিত চক্রাঙ্গ।
সেই যদি কালবশে হইলা এমন—
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ! তখন অন্যের সনে
আছে কোন্ কথা ? তবে যদি দেখি, হায় !
মোরে অভাগিনী, বলে কেহ, জিজ্ঞাসিব।—
বল হে বনদেবি, মানব দুটি মোরা
এসেছিনু তোমার আশ্রমে বহু দিন
(আসি যবে কভু তুমি করোনি বিমুখ,)
আহরিয়া ফল মূল তব ধরেছিনু
এ জীবন এত দিন, কত সুখে কাল
কাটিতাম নিরুদ্বেগে ; তুমিও করিতে
যত্ন ; হতে কত আমোদিত আমাদিগে

দেখে। কিন্তু কি শুনেছ (বোধ হয় তুমি
জ্ঞাত আছ সব, অগোচর কি আছে গো
তোমার, যাহা হতেছে তোমার গৃহে।
গৃহস্থ কি নাহি জানে, যে কোন ঘটনা
হয় গৃহেতে তাহার ?) আজ সে মানব—
যিনি প্রাণনাথ মোর (এত দিনে আমি
পরিচয় দিলাম তোমারে,) হৃদয়ের
বল্লভ যে জন, লুকায়েছে কোথাকারে
না বলিয়া আমা। বলিতে পার কি তুমি,
আছেন কোথায় তিনি হয়ে লুক্কায়িত ?
কিম্বা কোথাকারে তিনি গিয়াছেন চলি,
বল তাহা কোন পথ দিয়া ? মণিহারা
ফণী প্রায় বেড়াই কাঁদিয়া, সহেনাকো
যন্ত্রণা এতেক আর। এই দেখ দশা
মম—পাগলিনী প্রায়। কার না বিদরে
হিয়া দেখিলে এ দশা মোর ?—পাষাণও
হয় দ্রব। আমি জানি, তুমি ভাল মম,
দুঃখে দুঃখী সদা, আইলে যামিনী নিত্য
কাঁদ গো বিরলে তুমি ;—আমি জানি তাহা,
যদিও না জানে অন্যে। কিন্তু আজ, মাতঃ !
সে দুঃখের শতগুণ ভারি, পতি মোর,
বেঁধেছে শোকপাথর গলায় আমার,
এই দেখ না পারি উঠিতে ভারে তার,
চলেনা চরণ, না পারি নাড়িতে ঘাড়,
নাহি পাই ভাবিয়া ঠিকানা, কেমনেতে
হইবে মোচন মম ; তুমি কি বলিতে

পার, হে দেবি ! উপায় !—মোচন হইব
যাতে। আমিও জানি উপায়, কিন্তু, তাহে
কি হইবে ? আমার ভাগ্যের গুণ হেন,
যে জন রক্ষক, ভক্ষক হইয়া সেই
করেছে একাণ্ড ! তবু যদি দেখা পাই
তার, ধরিয়া পদযুগলে, প্রতিকার
করি আমি করিয়ে মিনতি কত। কিন্তু
হায় ! নাহি জানি কোথায় সে জন, কিম্বা
পলায়েছে কোথাকারে—কোন পথ দিয়া :
তাই বলি যদি তুমি পার গো বলিতে
বার্ত্তা—জিজ্ঞাসি যে সব আমি, তবেত এ
প্রাণ রহে, নতুবা করিবে পলায়ন।
কিন্তু নারীহত্যাপাপে যখন ঠেকিবে,
(স্বরূপ জানিয়া যদি নাহি বল মোরে,)
তখন আমার দোষ না পারিবে দিতে।
জিজ্ঞাসি যেমন, ধনী নিরস্ত হইল,
সুগভীর স্বরেতে অমনি প্রতিধ্বনি
নাদিলেক ঘোর রবে আন্দোলি চৌদিকে।—
"তখন আমার দোষ না পারিবে দিতে।"
শুনি দময়ন্তী অমনি উঠে চমকিয়া
ভাবিলা, বুঝি বনদেবতা হয়ে ক্রুদ্ধ
মম পরে, আমারে দেখাতে ভয় (পেয়ে
একাকিনী,) দিতে শাস্তি, সরোষেতে তাই
(কত যে বলেছি আমি পাতক লইতে
হয়ে ভ্রান্ত মতী ; যাহার আশ্রমে এত
কাল, যাপিলাম সুখে ; তাঁহারে আবার

করিতে পাপের ভাগী, ইচ্ছা হৈল মোর।
ক্রোধভরে ছাড়ি ওমা ঘোর হুহুঙ্কার,
দেখাইলা ভয় মোরে। হায় কি করিব!
কেমনে পাইব নিস্তার, রক্ষিবে কেবা,
কেহ কাছে নাই, তাই করিব ভরসা।
হা নাথ! বলিয়া ধনী পড়িল ধরায়,
কান্দিতে লাগিলা উচ্চৈঃস্বরে। হায় কোথা
যাব, হা নাথ! কোথায় তুমি, কোথা আছ?
দেখা দেও নাথ প্রাণ, প্রণয়িনী তব
তাজে হে জীবন আজ এ বিজন বনে;
যথা বনকুসুম নির্জ্জনে হয় লয়।
করেছেন কোপ বনদেবতা, ছাড়িয়া
হুঙ্কার—যেমন জীমূতধ্বনি, দেখান
ভয়; কেমনে বাঁচিব আজ তাঁর কোপ
হতে, কে করিবে রক্ষা, করিব ভরসা
কার; হা হা নাথ! করিব ভরসা কার?
ধরি পায়, একবার দেখ হে চাহিয়া,
করি মিনতি, দেখ হে চাহিয়া। না হের
যদি, তথাপিত নাহি চায় তার মন
উপেক্ষিতে তোমা, না পারে ছাড়িতে স্নেহ,
যে বাঁধা প্রণয়ডোরে তব। নিজ দোষে,
যদিও যেতেছে সেই জনমের মত
(স্বেচ্ছায় শলভ যথা বিহঙ্গ আহারে)
তথাপিও তব কাছে মাগে হে বিদায়
সেই হেতু;—ভুগিতে কর্ম্মের ফল—হায়!
করিয়াছে যাহা!—সব বিধির লিখন!

কহ ওহে তরুলতাগণ !—রম্য বন
সুশোভিনী। হে কুসুমচয় !—আমোদিত
গন্ধে যার দিগ্‌দিগন্তর, হে কোকিল !—
যার মধুস্বরে করে বিমোহিত সদা
মানবের মন ; পার কি বলিতে, কোথা
গেছে মম প্রাণনাথ ? বল সবে বল,
আমি জানি ভাল তোমরা সকলে ছিলে
মম হিতে রত, যখন সে হৃদয়েশ
আছিলা নিকটে। আগে আছিলে যেমন,
এখনো কি করি কৃপা মোরে সেই রূপ,
কবে কোথা গেছে মম প্রিয় প্রাণেশ্বর !—
যাহার বিহনে দেখ হয়ে মৃতপ্রায়,
কাঁদি হে সতত কত সহিয়া যাতনা।
হে বায়ু চপলগতি—জগতের প্রাণ
নিয়তই নানা স্থানে করিয়া ভ্রমণ
সাধ সবার কল্যাণ। শব্দবহ নাম
তব,—এক স্থান হৈতে শব্দ করিয়া
বহন, ভ্রম দিগ্‌দিগন্তরে শুনাইতে
জীবগণে। বল দেখি প্রভু দয়া করি
এ দাসীরে, কোথায় গেছেন প্রিয়তম,
আছেন কোথায়, আর কি রূপ ভাবেতে।
শুনাও কি তুমি তাঁরে মম আর্ত্তনাদ ?
বল দেব বল, ধরি চরণে তোমার।
সর্ব্বঅন্তর্যামী তুমি (বলে সকলেতে,)
জীবগণ অন্তরে নিয়ত কর বাস,
বুঝিছ মনের গতি সবার ; কেহ না পারে

ফাঁকি দিতে হে তোমায়। বল দেখি তবে
দাসীরে, কোথায় সেই প্রিয় প্রাণনাথ
ভ্রষ্ট হয়ে আমা, যাপন করেন কাল
কেমন প্রকারে—সুখেতে অথবা দুঃখে।
কেন প্রভু হলে নিরুত্তর, নাহি কও
কথা কি কারণ, কেন না বলিছ কিছু?—
করিনু যে সব প্রশ্ন, উত্তর তাহার।
তুমিও কি হলে হায়! বিগুণ এ দাসী
পরে?—বল তবে, কোন অপরাধে।
একান্তই যদি কিছু না বলিবে, তবে
কেমনে অবলা বালা ভীষণ গহন
হতে পরিত্রাণ পাবে? দয়া করি বল
(এক মাত্র জিজ্ঞাসিব যাহা) কোন পথ
দিয়া মম প্রাণনাথ চলিয়া গেছেন
কোথাকারে।—এই ভিক্ষা মাগি তব পদে।
পরে আমি করি যত্ন লইব খুঁজিয়া
যথায় গেছেন তিনি, যেমন সরিৎ,
লয় খুঁজিয়া সাগর। আর না পুছিব
কিছু তোমা, করিলাম অঙ্গীকার এই।
হেরিয়া নবজলদপটল, যেমন
চাতকিনী হয় উল্লাসিত; কিন্তু হায়!
ক্ষণ পরে দেখিয়া বিনাশ তার, যথা—
শোকসাগরে হয় মগ্ন; সে রূপ দময়ন্তী
হয়ে আশায় নিরাশ; ব্যাকুল হইয়া
কাঁদিতে কাঁদিতে পড়ে ধরণী উপরে—
আছাড়িয়া, বাতাঘাতে যেমন কদলী।

সহচরী মূর্চ্ছা আসি হরিলেক জ্ঞান,
কনক উদয়াচলে দিনকর যথা—
হরেণ তিমিররাশি জগত লোচনে।
চেতনা পাইয়া ধনী লাগিলা কাঁদিতে,
অশ্রুজলে ভাসে বক্ষঃস্থল; হায়! যথা—
বরিষার কালে বরষে বৃষ্টির ধারা
নীরময় ধরা। হা নাথ! কোথায় তুমি?
প্রাণ যায় তোমার বিহনে, হায়! প্রাণ
যায় তোমার বিহনে। কোথা আছ তুমি,
কহ তা প্রকাশে, তোমার বিরহে আর
বাঁচে না জীবন। খুঁজিলাম সব স্থল
যথা হারা রত্নে তৰ্কিধ; কিন্তু কোথা
না পাইনু তব দেখা। পদচিহ্ন তব,
তাও না পেলেম দেখা খুঁজিয়া সকল
পথ! তব পাশে যাব যে তা ধরি। মরি,
করি কি উপায়, কেমনেতে আর পাব
হে তোমার দেখা। কিন্তু, থাকি থাকি প্রাণ
মম উঠিছে কাঁদিয়া, হতেছে চঞ্চল
কত, কতই কুভাব হায় উঠিতেছে
মনে। প্রাণনাথ! আছ তুমি কোথা? বল
স্বরূপ আমারে। মন না মানে প্রবোধ
সদা আন্দোলিছে হায়! তব অমঙ্গল
ভাবনা। হায় কি হইল! না জানি আছ
কেমনে, কোথায়, অথবা কি রূপে। কিম্বা
নাথ! আঁধারিয়ে দুঃখিনী হৃদয়, জগৎ
করিয়া অন্ধকার; ত্যজি পুত্রের মায়া,

রাজ্য, ধন, জন ; অনন্তধামেতে গেছ।
এই দেখ কাঁদে এথা তব প্রণয়িনী।
নিশ্চয় বুঝিনু প্রিয়, অমঙ্গল তব,
নহিলে এমন কেন হইবে এখন,
কেন বা স্পন্দিবে এত বামেতর আঁখি।
বল কি হয়েছে আজ্ তোমার ভাগ্যেতে
কেন না করিছ অংশী এ চিরদাসীরে ?
দেখিতেছি এই বন অতি ঘোরতর,
ভয়াবহ জীবকুল ভ্রমিছে চৌদিকে
করি ঘোর নাদ—সিংহ ব্যাঘ্র আদি।
কে সেধেছে মনোরথ আজি (ইহাদের
মাঝে) মরি হিংসিয়া তোমায় ? কহ নাথ
কহ তা দাসীরে! আর কি কবে না কথা
কভু এ দুঃখিনী সনে। হায় হায় নাথ!
কভু কি হে আর শুনিতে পাবনা কথা
সে চাঁদবদন হতে। আর কি দেখিতে
নাহি পাইব সে চারুহাস ? আর কি হে
কভু হেরিতে পাবনা তোমা ? জনমের
মত বুঝি, হেরি সে চাঁদবদন, অভাগিনী
হয়েছিল নিদ্রাগত! কেন রে আমার
হায়! হলো না সে কালনিদ্রা! তবে কভু
নাকি সহিতে হইত এ যন্ত্রণা ? কোথা
জীবিতেশ! কেন রহিয়াছ ভুলে, তব
দুঃখিনী দাসীরে,—বল কোন অপরাধে ?
বল কোন অপরাধে ?—বল তা দাসীরে।
কি কুক্ষণে এসেছিলে এ বিজন বনে,

যবে তব ভাই সেই পুষ্কর দুর্ম্মতি
জিনিয়া পাশায় সর্ব্ব কৈল রাজ্যভ্রষ্ট।
যবে প্রজাগণ কাঁদিতে লাগিল, হায়!
হারাইবে তোমা, এ আতঙ্কে; যথা রাণী
যশোদা গোকুলে, যবে শুনিলেন কৃষ্ণ
যাবে মধুপুরে। আমিও কাঁদিনু কত
মনোদুঃখে; পুত্র দুটি হইল ব্যাকুল,
কত যে কাঁদিল তারা কে পারে কহিতে!
হায় নাথ! কোন বিধি আজ্ ঘটাইল
হেন মম সবা ভাগ্যে? যেই বিধি কত
ক্লেশে আমা দুই জনে করালে মিলন,
সেই কি করিল আজ্ এতেক দুর্দ্দশা?
কাটিলা কি তরুরাজে রোপিয়া স্বহস্তে?
প্রাণেশ! কেন হে আগেতে, করি কত
যত্ন, সহি কত ক্লেশ লভিলে হে আমা;
যদি হে জানিতে মনে ছাড়ি মোরে যাবে?—
কিম্বা কি হে শঠভাবশতঃ, করিতে দুঃখিনী
এ দাসীরে একেবারে চিরকাল তরে?
কেন হেন প্রেম তুমি বাড়াইলা আগে,
বল, কি কারণ? শুনিয়া হংসের মুখে
মম রূপ গুণ (বলিতে যেমন তুমি
আমার সাক্ষাতে,) যে দিন স্বপনে
মোরে হেরেছিলে আর, কেন হয়েছিলে
মগন চিন্তাসাগরে? সতত অসুখে
কাটিতে হে কাল মম মিলনের তরে
তোমা সহ (মম মিলন দিন অবধি?

মম পাশে ছিলা যবে, নাথ! কত কথা
কহিতে সাদরে মধুমাখা। এবে কি হে
তাহা পাসরিয়া সব ত্যজিলা আমায়?
কিন্তু আমি মরি প্রিয় তোমার বিহনে!
দেখ হে স্মরিয়া একবার; যবে মম
স্বয়ম্বরকালে; ইন্দ্র, যম, বহ্নি আদি
দেবের সমাজ, এসেছিল মম আশে;
উপেক্ষি তাঁদিগে, জানিয়া তোমায় মম
অনুরক্ত, নাথ! বরিনু তোমায়—মরি
চিরসুখ আশে! বিফল হইল হায়!
সেই সব এবে! ব্রততী বাঁধিয়া নিজ
অঙ্গে, তরুরাজ ত্যজে কি কখন তারে
(থাকিতে জীবন?) কিন্তু আজ সে নিয়ম
করিয়া লঙ্ঘন, ত্যজিলা আমায়—তব
আশ্রিতা লতিকা। আর কি চাহিবে ফিরে
এ অভাগিনী পানে কখন? ত্যজিলা কি
দয়া, মায়া আদি ধর্ম্মগুণ?—যে গুণেতে
ছিলে তুমি জগৎ বিখ্যাত?—পুণ্যশ্লোক
বলি লোকে ডাকে যাহে তোমা এ জগতে!
প্রাণনাথ! পাসরিলে আমা, পাসরহ,
নাহি খেদ তায়। করিলা যেমন তুমি,
থাকিব তেমনি হায়! হয়ে অভাগিনী!
হইবে কপালে মম যে আছে লিখন।
কিন্তু তব পুত্রদ্বয়—বিকচ কমল,
কেমনেতে ত্যজিতেছ স্নেহ সে সবার!—
যাহারা সতত শুনিতে তোমার নাম

হয় কত সুখী—মরি কে পারে বলিতে।
যাহাদের মুখচন্দ্র হেরিলে ক্ষণেক,
সুশীতল হয় কত তাপিত অন্তর,
কেমনে বল, হে নাথ! হলে দয়া শূন্য
তা সবায়? বল, কাহার আশ্রয় এবে
লইবে হে তারা, কে আর করিবে যত্ন,
হায় হায় কেবা আর করিবে আদর?
যথা মীন নীর হতে হইলে আনীত,
পিতৃহীন শিশু হায়! পায় হেন ক্লেশ।
বলিতে সে সব মম হৃদয় বিদরে,—
স্মরিলে তাদের দুঃখ দগ্ধ হয় কায়।
  বিপুল রাজ্যের ভার ত্যজিলা সকল,—
কিছু নাহি করিয়া মমতা; ধন জনে
হইয়া নির্দ্দয়, সংসারযাতনা হতে
হইলা বিরত। আর না সহিবে কোন
জ্বালা, নাহি হবে জ্বালাতন তায় আর।
  হে পুষ্কর! আজি তব মন আশা যত
পূরিল সকল! নির্ব্বিঘ্নে করহ রাজ্য;
নাহি কোন দায়, কিম্বা নাহি কেহ ভাগী!
ছলেতে হরিয়া যার যত রাজ্য ধন,
ভয়েতে বাহির কৈলা নগর হইতে;
আজি সেই জন করি ভয়হীন তোমা,
সম্বরিল জীবলীলা এ বিজন স্থলে,
আকাশ হইতে তারা খসয়ে যেমতি।
  আহা নাথ! পাইয়াছ কত ক্লেশ বনে,
মরি স্মরিলে সে সব তব, বিদরে এ

পোড়া হৃদয়। যেই পদ ধুইত কত
দাস দাসীগণে, শুশ্রূষা করিত কত
জনে, এবে হায়! সেই পদ তব হয়ে
হীনপদ, সহিয়া বিপদ বহু, কত
দেশ করিয়া ভ্রমণ—কুশাঙ্কুর কাঁটা-
ময় পথ দিয়া (আহা যবে চলনের
কালে ফুটি কুশাঙ্কুর পায়, রক্তস্রোত
বহিয়া পড়িত পদতলে; যেন গঙ্গা
স্রোতস্বতী বিষ্ণুপদ দিয়া। বিদরিত
হিয়', মরিতাম অনুতাপে।) এবে কি না
সে যাতনা নিবারিতে আজি, পাসরিতে
ক্লেশ, হইল অচল এই জনমের
মত। যেই হস্ত দরিদ্রে করিত ধনে
পূর্ণ, এবে কি না সেই হইয়া অম্লান
মাগি ভিক্ষা দ্বারে দ্বারে, হায়! (শূলপাণি
যথা, হয়ে বঞ্চিত অতুল ধনে, ভিক্ষা
করেন যেমতি) নিরস্ত হইল আজ,
বিশ্রাম করিল প্রভু সহ। আহা! যেই
চারু অঙ্গ—বরণ যাহার যিনি তপ্তস্বর্ণ-
কান্তি,—জ্যোতিঃ জিনি অকলঙ্ক পূর্ণচাঁদ—
কোমল যেমন তুলারাশি,—ফেননিভ
সম শয্যায় হতোনা সুখী; মরি আজ
কাহার কবলে তাহা হয়েছে পতন!
দরশন যার—আশার ধন, হায় রে!
না পাইত কত রাজা; রাজকর লয়ে
যারা দ্বারেতে রহিত বদ্ধ। কালবশে

হায়! সেই জন হয়ে পাগলের প্রায়,
ভ্রমি নানা দেশ, পেয়ে কত ক্লেশ ; এবে,
নিবারিলা সব, মুদিয়া নয়ন এই
জনমের মত। ওরে প্রাণ আর কি রে
নাহি হবে দেখা তাঁর সহ?—কেন সাধ
এত বাদ আমার সহিত?—কেন ওরে,
হও না বাহির?—বল কোন সুখে আর,
রহিবে ভারতভূমে?—হায়! চাহি কার
মুখ, এখনও আছ এ দেহেতে? হও
অন্তর, জুড়াক যাতনা সব। কেন রে
জ্বালাও মোরে আর, বনস্থল যেমন
দহয় দাবানলে? এত কি কঠিন রে
অবোধ জীবন তুই? হৃদয়েশ যবে
গেছে চলি, কার সুখে, চাহি কার মুখ,
থাক এ ভারতভূমে? বাহিরাও তুমি,
চল সেই পথে,—যে পথে গেছেন ওরে
মম জীবিতেশ। বাঁচিতে বাসনা নাই,—
বাঁচি কার সুখে? বাহির করিব প্রাণ,
আর না রাখিব। আমি পাপীয়সী! হায়!
নাথের বিহনে, এখন জীবিত আমি!
হা! ধিক্ এ আমারে!—হা ধিক্ শতবার!

বলিতে বলিতে হেন, হইলা মূর্চ্ছিত,
পড়িলা ভূতলে, ধনী অচেতন হৈয়া।
ভাসে বক্ষঃ অশ্রুজলে, তিতিল বসন।

ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার পাইলা চেতন,
বিলাপিয়া বহুতর কাঁদিতে লাগিলা।

সম্বরি ক্রন্দন তবে ব্যাকুলিত মনে
কহিতে লাগিলা ধনী আপনা আপনি
সকরুণ স্বরে—সুমধুর। মরি, যথা
মধুকালে মধুসখা কুহরে যেমতি।
"হে মাতঃ! তোমার পায় করি গো প্রণতি,
হে পিতঃ! তোমার প্রায় প্রণিপাত শত।
এই চিরঅভাগিনী তোমাদের সুতা;
বহু যত্নে যারে পালিয়াছ বহু দিন,
করিয়াছ কত স্নেহ, কতেক আদর,
তাহা কে পারে বর্ণিতে। কিন্তু মন্দ মতি
আমি, শোধিতে নারিনু হায় তোমাদের
ধার। তথাপি মিনতি মম তোমাদের
পদে এই মাত্র, মম শিশু পুত্র দুটি,
সঁপিয়াছি যাহাদিগে তোমাদিগে আগে—
আসি যবে বনে; করো গো তাদিগে যত্ন,
যেমন করিতে মোরে আপন কুমারী
বলি। প্রাণের সমান মম তারা,—পুনঃ
অর্পিলাম আমি তোমাদের হাতে।
তবে আমি হইব বিদায়, মাতঃ! পিতঃ!
এই জনমের মত। দেহ গো বিদায়।—
কিন্তু রেখো মনে, "আমাদের কুলে, পূর্ব্বে
জন্মেছিল কুমারী একটি অভাগিনী।
সহিয়া অনেক ক্লেশ পতি সহ বনে,
সম্বরেছ জীবলীলা গহন কাননে।—
হয়ে শোকাতুরা হায় পতির বিরহে!"
করিনু মিনতি এই থাকে যেন মনে,

করি গো প্রণাম পুনঃ জনমের মত।
হে বিধাতঃ! করিছে প্রণাম এই দাসী
অন্তকালে। গুণনিধি পতি মম, মরি,
গুণের সাগর! মিলাইয়া ছিলা তাঁরে
যেমন এ জন্মে, পুনঃ মিলাইও তাঁরে
অনন্তধামেতে আমা সহ। কিবা আর—
বলিব আমি তোমায়—চিরঅভাগিনী,
এ মাত্র মিনতি প্রভু করিতেছি পদে।
হে মাতঃ ধরণি! তুমি প্রকাশিয়া দয়া
স্থাপিয়াছিলে গো বক্ষে কতেক যতনে,
করিতে কতেক স্নেহ। কিন্তু আজ, তব
সেই দুঃখিনী দুহিতা চাহিছে বিদায়
এই জনমের মত। আর না রহিব আমি
মম নাথের বিহনে। অতএব যাচি,
দেহ গো বিদায়, করহ মার্জ্জনা
যত দোষ—করিয়াছি তব কাছে। যেন
পুনর্জন্মে পুনর্ব্বার স্থান দিও, মাগো!
বলিতে বলিতে ধনী হইলা মূর্চ্ছিত,
পড়িলা ধরণীতলে যেমন কদলী—
ঘোর পবনের বেগে। হারাইলা জ্ঞান,—
চেতনা রহিত; ভাসিল বদনচন্দ্র
নয়নের জলে; আঁখি হৈল ইন্দীবর
প্রায়; স্বর্ণ সম কলেবর লোটাইয়া
ভূমি হইল ধূসর বর্ণ, যথা, যবে
বৃক্ষ, পড়ি ভূমে তীক্ষ্ণ কুঠারের কোপে,
চেতনা পাইয়া ধনী দময়ন্তী সতী,

ঘোর রোলে বিলাপ করিয়া কত মত।—
আহা! যথা বিরহবিধুরা গোপী রাধা
বিনোদিনী, যবে বনমালী চলি গেলা
মধুপুরে। নিনাদিল চৌদিক শব্দেতে
তাহার, নীরবিল ভয়েতে জীবকুল।
হইল গগণ পূর্ণ হাহাকার রবে।

শুনিয়া সে ক্রন্দনের রোল—বনময়;
ব্যাধ এক জন হইয়া চিন্তিত, শব্দ
অনুসারি আসি হলো উপনীত; যথা—
দময়ন্তী সতী বিলাপ করিছে দুঃখে।
রতি জিনি রূপখানি পাণ্ডুবর্ণ এবে,
মিহির বিহনে যথা কমলিনীদল।
বিগলিত বেশ, মুক্ত কেশ, পাগলিনী
প্রায়, নিষাদ হইল দেখি সংশয়েতে
পূর্ণ।—জানিলা, সামান্যা নহে এ রমণী।
কর যোড়ি কহিতে লাগিল, কহ দেবি!
কেন হেন বেশ, কে হন আপনি, কেন
বিলাপেন এত—না জানি কাহার শোকে?
কেন হইয়া অনাথা; এসেছেন এই
বনে একাকিনী—ইহার কারণ কিবা?
কহ তা দাসেরে। আমি তব ভৃত্য, সতি!
সাধিব সে কায, করিবে যেমন আজ্ঞা।
কোন মহাকুলে জন্মি করেছেন দীপ্তি
সেই কুল, অথবা কি নহ গো মানবী?
দেবী কি দানবী তুমি কিম্বা বিদ্যাধরী
অথবা নাগিনী কিম্বা মায়াবিনী হবে?

পাইয়াছি ভয়, প্রকাশিয়া কহ তা এ
দাসে। শুনি তব বিলাপের ধ্বনি, আমি
হয়েছি দুঃখিত ; মম সাধ্যে উপকার
সম্ভবে যা তব করিব তা প্রাণপণে।
শুনিয়া এতেক বাণী ধনী অকস্মাৎ
উঠিল চমকি, যথা পান্থজন পথে
শুনি সিংহনাদ। হয়ে ভয়াকুলা অতি,
উন্মীলি নয়ন দেখিলা চাহিয়া, নর
এক জন আছয়ে দাঁড়ায়ে কাছে করি
যুক্তকর পরম বিনীতভাবে। তবে
নিবারি ক্রন্দন, মুছি নয়নের জল
কহিতে লাগিলা।—"কে তুমি কোথায় হতে
আসিয়াছ এথা, বল কোন অভিলাষে ?
দেবী কি দানবী আমি কিম্বা মায়াধারী
ইহার কিছুই নই ; জনম মানব
কুলে। এসেছিনু পতি সঙ্গে এ বিজন
বনে, আছিলাম সুখে বহু দিন দোঁহে।
পোড়া ভাগ্যবশে কিন্তু বিগুণ বিধাতা,
লিখেছিলা তিনি হায়, যতেক যন্ত্রণা,
তাহা !—এ পোড়া ললাটে, ফলেছে সকল
আজ। আছিনু নিদ্রিত আমি এথা মম
প্রিয়পতি সহ ; বিধি বিড়ম্বনে কিন্তু
নিদ্রা হলে ভঙ্গ, দেখিতে না পাই তাঁরে !
খুঁজিনু অনেক কিন্তু হইল বিফল।
নিশ্চয় করিয়া এবে ; ভ্রমে জীব যত,
তাদের কবলে কার মুখে গিয়াছেন তিনি,

ইচ্ছিয়াছি এবে যাইতে তাঁহার সহ
পশি অগ্নিকুণ্ডমাঝে। কহিনু সকল
মম দুঃখের বারত',—আর কি কহিব ?"
এতেক কহিয়া সতী কাঁদিল নীরবে।
তাপিত হইয়া অতি দময়ন্তী দুঃখে,
কহিতে লাগিলা ব্যাধ সকরুণ স্বরে।
"কেন দেবি কাঁদ এত পতির বিহনে,
কেন বা ত্যজিবা দেহ অগ্নিকুণ্ডে পশি
আগে ভাগে ? বিপদে ধর গো ধৈর্য্য, সতি !
না হও চঞ্চল এত, জান গো আগেতে
জীবিত আছেন পতি অথবা আহত।
আগে না জানিয়া তত্ত্ব কেন তাজ প্রাণ,—
কেন আত্মহত্যা পাপে হইবে নারকী ?
পুনঃ বিনয়েতে জিজ্ঞাসে এ দাস। কহ
দেবি, জন্মিয়া কোন মহাকুলে আপনি
কোন কুল করেছ পবিত্র। কেন বনে
আসা, কেন হেন দুঃখিনীর প্রায়, হায় !
ভ্রমিতেছিলেন বনে, কহ তা দাসেরে।
অনুমানে বুঝিয়াছি নহেন সামান্যা।"
উত্তরিলা দময়ন্তী সকরুণ স্বরে,
"কেন বাছা বাড়াও জঞ্জাল ? শুনিয়া এ
দুঃখিনীর কথা তুমিও তাপিত হবে,
আমিও হইব নিমগ্ন শোকসাগরে ;
তবে যদি একান্ত বাসনা, শুন তবে।—
বিদর্ভনগর জান জগতে বিখ্যাত ;
তথায় ভূপতি নাম ভীমসেন রায়

প্রতাপে তপন সম, যুদ্ধে দাশরথি,
ধর্ম্মে যথা যুধিষ্ঠির, বুদ্ধে বৃহস্পতি।
তাঁহার তনয়া আমি, অতি অভাগিনী,
মম নাম দময়ন্তী। আছিলাম বাল্য-
কালে পরম আদরে, পিতা মাতা কাছে ;
ছিলাম পরম যত্নে, সকলে করিত
স্নেহ, দাস দাসীগণেতে বেষ্টিত সদা।
ক্রমেতে যৌবনকাল আসি দিল দেখা
উষার হসনে যথা দিনদেব ছবি।"
বলিতে বলিতে ধনী হইলা মূর্চ্ছিতা,
তিতিল বসন, হায়, নয়নের জলে !
চেতনা পাইয়া পুনঃ কহিতে লাগিলা।
"শুন বাপু ! আমা চায়ে অভাগিনী আর
কোন জন আছে এ জগতে !—এ জনম
গেল যায় দুঃখশিলা বয়ে। পরে শুন,
এক দিন আমি দৈববশে, ভ্রমিতেছিনু
কাননে সহচরী সহ ; একটি হংস
চরিতেছিল সরোবরে, দেখিয়া তায়
ধরিতে বাসনা হৈল। ধরিতে চলিনু
আমি ; দেখি হেন মোরে, হয়ে ভয়াকুল
(কিম্বা ছলে) উঠিলেক সরোবর হতে।
চলিল উড়িয়া, আমিও চলিনু পাছে
পাছে,—হায়, শৈশবের স্বভাববশতঃ !
ক্রমে উপনীত হৈনু উদ্যানপ্রান্তরে,—
সখীগণ হৈতে বহু দূর। তখন সে
হংসবর কহিলা আমায় সুমধুর

স্বরে, একান্তে পাইয়া আমা।—"শুন ধনি
দময়ন্তি প্রথমযৌবনা, শুন মোর
বাণী, পেয়েছ যৌবনকাল, ধরিয়াছ
কান্তি নিন্দি শশধর ভাতি; কিন্তু হায়!
এ হেন যৌবন তব যেতেছে বিফলে।
অতএব বলিতেছি আমি তব হিত,
পাইবে যাহাতে সুখ অশেষ অপার।
আমিও শুনিয়া হেন কহিলাম তায়;
কি কহিবে কহ হংস, করি হে মিনতি;
কেমনে সাধিতে চাও কল্যাণ আমার?
পুনঃ আরম্ভিল হংস। "যে প্রকার ধন্যা
তুমি রূপে, গুণে, যৌবনে জগৎ মাঝে
তুলনা যাহার আর নাহি কোথাকারে;
তার যোগ্য পতি যেই, কহি শুন তোমা;—
নল নামে নরবর নিষধনগরে,
রূপ, গুণ আদি যার অতুল্য জগতে;
বরহ তাঁহারে তুমি। হবে রাজ্যেশ্বরী,
পাইবে প্রণয়সুখ সে জনার পাশে।"
এতেক কহিয়া হংস করিল প্রস্থান,
আমিও আইনু ঘরে বিষাদিত মনে।
তদবধি মগ্ন সদা থাকি দুঃখনীরে,
মনেতে কিছুই আর নাহি লাগে ভাল,
কিন্তু দিবানিশি চিন্তি নলরূপগুণ।
একদা বিষণ্ণ আমা দেখি সহচরী,
কহিল সকল কথা পিতার গোচরে।
অমনি জনক মম করিলা ঘোষণা,

দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হইবে সভাতে।
শুনি এ ঘোষণা যত নরপতিগণ,
দিগ্‌দিগন্তর হৈতে আসিতে লাগিলা ;
আইল অসংখ্য সৈন্য তাহাদের সহ।
ব্যাপিয়া রহিল সবে বিদর্ভনগর।
নৃপগণ আগমন শুনিয়া তখন,
ব্যগ্র হয়ে পাঠালেম নিজ সহচরী
ভ্রমিতে নগরমাঝে।—দেখিতে সকল।—
কে কেমন ভূপ, কেবা কোন গুণে আছে
বিভূষিত, কাহার কেমন রূপ আর।—
অথবা কোথায় নল নিষধের পতি,
কত রূপে রূপবান্ তিনি, গুণী কোন
গুণে, জানিবারে এসব বারতা। ক্রমে
মম সখীগণ সব আইলা ফিরিয়া,
কহিলা সকল, যত রূপ গুণ ধরে
নরপতি নল। সেই দণ্ডে আমি তাঁয়
সঁপিনু জীবন, মরি, চিরসুখ আশে!
কিন্তু এবে বিফল হইল সেই সব,
আর না হেরিব, হায়, সে চাঁদ বদন!
বলিতে বলিতে সতী হইলা নীরব,
ভাসিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে।
শুনিয়া নিষাদ অতি হইয়া বিষাদ
কহিতে লাগিলা।—কায নাই, দেবি, আর
বলিয়া ও সব! কেবল মনোবেদনা
দিতেছি তোমারে ; হায়! আমি মন্দমতি,
জিজ্ঞাসি বারতা তব।—কায নাই আর।

পুনঃ আরম্ভিলা সতী মুছি নেত্রজল,
আহা বসন্তের নিশি শেষে সুমধুর
স্বরে কুহরে যেমন কলঘোষ।—"শুন
বাছা মম দুঃখের বারতা যত সব।
পাবনা বলিতে আর অধিক যন্ত্রণা,
পেতেছি এখন যাহা তদপেক্ষা। পরে
ইন্দ্র দেবরাজ করিয়া আমার আশা
আসিয়াছিলেন তিনি বিদর্ভনগরে।
নলেরে করিয়া দূত, পাঠালেন তিনি
এই অভাগিনী পাশে, কহিতে তাঁহার
বার্ত্তা, তাঁর যত অভিলাষ মম পরে।
নলের মুখেতে আমি শুনি এ সকল
জ্বলিলাম ক্রোধানলে—জ্বলন্ত অনল
যথা। সরোষেতে তাঁহারে কহিনু আমি,
"যাও হে আমার দূত হয়ে একবার
যথায় বিরাজে অসুরারি, কহ গিয়া
তাঁয় সে বড় কঠিন ধনী। দময়ন্তী
কহিল সগর্ব্বে,—কেন হয়ে দেবরাজ
দেখি হেন রীতি, কেন আজ, কি কারণে
ইচ্ছিছেন ভাঙ্গিবারে আমার সতীত্ব,
বরিয়াছি নলে আমি না জানেন তিনি"
আরো কহিলাম আমি,—"কহিও তাঁহারে"
যেরূপে সহস্র চক্ষু থাকে যেন মনে।
এত শুনি দেবরাজ হইয়া ক্রোধিত,
বিদর্ভনগর হৈতে গেলেন চলিয়া।
পথে যেতে যেতে করি কলি সনে দেখা,

কহিলেন তারে তিনি সকল বারতা।—
আরো করিলেন আজ্ঞা সাধিতে অনিষ্ট
মম। এই সে কারণে আমার এ দশা।
পতি মম আইলেন স্বরাজ্যে আমায়
করিয়া বিভা;—কাটি কাল সুখেতে দোঁহে।
ক্রমে কলি খুজিয়া সন্ধান, যোগ দিয়া
পুষ্করের সহ (আমার পতির ভ্রাতা)
খেলিলেক পাশা মম প্রাণনাথ সাথ।
জিতিয়া লইল রাজ্যধন, পাঠাইল
বনে হইয়া নির্দ্দয় অতিশয়। এই
সে কারণে মোরা এসেছি এথায়। কিন্তু,
যাহার ভরসা করেছিনু এত দিন,
সমূলেতে আজ তার হয়েছে বিনাশ।—
প্রদীপে থাকিতে তৈল হইল নির্ব্বাণ!
কহিতে কহিতে ধনী হারাইলা জ্ঞান,—
পড়িলা মূর্চ্ছিতা হয়ে ধরণী উপরে।
পাইয়া চেতনা পুনঃ বিলাপি বিস্তর,
যেন ঋষিতপোবনে জনকদুহিতা;
কহিতে লাগিলা।—"হে নিষাদ কেন তুমি
এথা আর, যাহ চলি বাসে আপনার।
কিন্তু হে মিনতি মম, কহিবে সবারে,
মরিলেক দময়ন্তী পতির বিহনে
গহন কাননে পশি অগ্নিকুণ্ড মাঝে।
হে বায়ু! তোমার পদে করি হে প্রণতি,
তুমিও করিবে মম এ বাণী প্রচার।
ওহে ইন্দ্র দেবরাজ! কামনা তোমার

অজিত হইল পূর্ণ, লভ হর্ষ; কিন্তু,
বিচারে বিচারকর্ত্তা নহে পক্ষপাতী!
এতেক কহিয়া ধনী জ্বালিয়া অনল,
করি প্রদক্ষিণ প্রবেশিতে চায় তাহে।
হেন কালে আকাশ বর্ষিল পুষ্পাসার
নিন্দি কোমল বাহু, স্বর্গীয় সৌরভে
পূরিল চৌদিক, হইল আকাশবাণী।
'কেন সতি দময়ন্তি হয়ে জ্ঞানহীনা
প্রবেশিতে চাহ তুমি অনলমাঝারে?
করোনা এমন কর্ম্ম করি গো বারণ,
অচিরে তোমার দুঃখ খণ্ডন হইবে;
প্রিয়পতি নল তব আছেন বাঁচিয়া
নিরাপদে; অচির দিনান্তে পাবে তাঁয়।
এবে তুমি যাহ চলি সুবলনগরে—
ইরাবতী নদীতটে। আছেন তথায়
তব পিতৃস্বসা, থাকি তাঁহার আলয়ে।
কর দুর্গা আরাধন, দুঃখ দূর হবে।'
শুনি হেন দময়ন্তী শান্তাইলা মন,
জানিয়া বিশেষ রূপ পতির কল্যাণ—
হইলা পরমসুখী। নিবর্ত্তিলা তবে
প্রবেশিতে অগ্নিকুণ্ডে। চলিলা হরিষে
সুবলনগর যথা;—আরাধিতে দেবী।—
যথা পিতৃস্বসা তাঁর করেন বসতি।

ইতি শ্রীদময়ন্তীবিলাপকাব্যে বিলাপো
নাম প্রথমসর্গঃ।

সমাপ্ত।